[illegible]

দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৫/৬/৮৮
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

00 042

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : শনিবার, ১০ই আষাঢ়, ১৩৯৫ : ২৫শে জুন, ১৯৮৮

শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয়

দৈনিক বাংলার এক রিপোর্টে জানা যায়, হালে আমাদের দেশ থেকে বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র ছাত্রী নিজেদের খরচেই পড়াশোনা করার উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্যে নয়, সাধারণ শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যেই এই বিদেশ যাওয়া। কেননা আমাদের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষার জন্যে বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হচ্ছে।

শিক্ষার জন্যে ছাত্রছাত্রীদের বিদেশে চলে যাওয়ার এ প্রবণতার পেছনে কাজ করছে আমাদের দেশের শিক্ষায়তনের বিরাজমান প্রতিকূল পরিবেশ। নানা গোলমাল, নানা বিশৃংখলায় শিক্ষার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এখন তমসাচ্ছন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সেশন জটের ফলে ছাত্রছাত্রীরা ৩/৪ বছর করে পিছিয়ে পড়েছে। তাদের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত।

এমন একটা পরিস্থিতিতে যে অভিভাবকরা পারছেন তারা সন্তান সন্ততিদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য তাদের বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এমন সৌভাগ্যবান অভিভাবকের সংখ্যা আমাদের সমাজে নগণ্য। যাদের বিত্ত আছে, কানেকশন আছে তারাই কেবল ছেলেমেয়েদের বাইরে পাঠাতে পারেন। কিন্তু বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীর কি গতি?

এমনিতেই আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার কুড়ি শতাংশের ওপরে ওঠে না। এই কুড়ি শতাংশের মধ্যেও সামান্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রীই উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়। সেই সামান্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাগত ভবিষ্যৎও আজ বিনষ্ট। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার প্রতিকূল পরিবেশ আমাদের গোটা জাতিকে কি যে দুঃখজনক পরিণামের দিকে ঠেলে দিচ্ছে—সে কথা মনে হয় সমাজে তেমন গভীরভাবে উপলব্ধ নয়। তা না হলে সমাজের সব মানুষ মিলে অন্তত শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশৃংখলা ও বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস নিতেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈরাজ্য যদি আরও কয়েক বছর বজায় থাকে, তা হলে অশিক্ষার অন্ধকারই শুধু বিস্তৃত হবে না, জাতি হিসাবে আমাদের ভবিষ্যৎও বিপন্ন হবে।

সৌভাগ্যবান ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিদেশে চলে যাওয়ার প্রবণতাও অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু এর মধ্যে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয়ের প্রমাণ আছে। কিছুদিন এভাবে চললে এ সমাজে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ উচ্চ শিক্ষার অধিকারী হবে, নতুন শ্রেণী তৈরি হবে এবং জনশক্তির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে অনুন্নত জীবনযাপন করবে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে শিক্ষাঙ্গনে শৃংখলা আমাদের ফিরিয়ে আনতেই হবে।